হুসিয়ারী সংকেত

আল্লামা আকবর আলী রেজভী
সুন্নী আল-ক্বাদরী

প্রথম প্রকাশ :
২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৪০২ বাংলা
১১ই জুন ১৯৯৫ ইং
১২ই মহরম ১৪১৫ হিঃ।

দ্বিতীয় প্রকাশ :
১০ই ফাল্গুন ১৪১১ বাংলা
২২শে ফেব্রুয়ারী ২০০৫ ইং
১২ই মহরম ১৪২৬ হিঃ।

প্রকাশক :
মোহাম্মাদ আলী রেজভী

হাদিয়া :—১০'০০ টাকা মাত্র।

মুদ্রণে :—সিটি আর্ট প্রেস, পোষ্ট অফিস গলি,
তেরীবাজার, নেত্রকোণা।
মোবাইল :—০১৭৬-১২৭১৪৩

হুসিয়ারী সংকেত

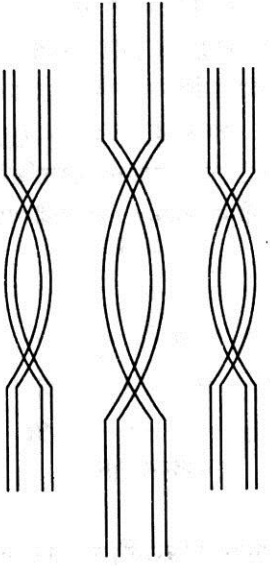

প্রণীত

মাওঃ আকবর আলী রেজভী

সুন্নী আল কাদেরী

ময়মনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জ হইতে ১টি ক্ষুদ্র পুস্তক বাহির হইয়াছে স্বপ্নে রাসুলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম) নাম দিয়া লেখক মৌলানা নূরুল্লাহ্ মুহাদ্দেছ হয়বতনগর আলিয়া মাদ্রাসা ও ইমাম শহীদী মসজিদ কিশোরগঞ্জ, মোমেনশাহী। উক্ত পুস্তকে এই দরূদ শরীফের

اللهم صل على محمدن النبى الامى واله واصحابه وسلم

অর্থে লিখিয়াছে হে আল্লাহ আপনি মুর্খ নবী তাহার বংশধর ও সঙ্গীদের উপর রহমত করুন স্বপ্নে রাসুলুল্লাহ-২৫ পৃষ্ঠা। উক্ত পুস্তকের ২৬/৩১/৩৫/৫২/৫৩ পৃষ্ঠায় অশিক্ষিত নবী লিখিয়াছে। আহলে ছুন্নত ওয়াল জমাতের আলেমগণের খেদমতে আরজ এই যে, ইহাতে বেয়াদবী বেতাজিমী হইয়াছে কিনা? যদি বেয়াদবী বেতাজিমী হইয়া থাকে তবে ঐ বেয়াদবী বেতাজিমী কুফুরী না ঈমান? এবং উম্মী শব্দের সঠিক অর্থ জানিতে চাই।

আরজগুজার ঃ-

১। ছৈয়দ আঃ কবির, চানপুর (বড়বাড়ী) মানিকখালি, ময়মনসিংহ।
২। ছুফী মকছুদ আলী মিঞা, চানপুর, মানিকখালি, ময়মনসিংহ।
৩। মজলিস মিঞা, উম্মেদনগর, চাতল, ময়মনসিংহ।
৪। নুরুল হক মিঞা, হালুয়াপাড়া কাটিয়াদী (ময়মনসিংহ)।
৫। ইউনুছ আলী মিঞা, হালুয়াপাড়া, কাটিয়ানী (ময়মনসিংহ)।

উত্তর ঃ

ইহাতে শক্ত বেয়াদবী বেতাজিমী হইয়াছে। তাজিমে রাসুল ঈমান এবং বেতাজিমী কুফুরী। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কোরআনের করিম ছুরায়ে আলাক

১ নং- الذى علهم بالقلم

অর্থ- আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে কলমের সাহায্যে শিক্ষা দান করিয়াছেন।

২নং- الرحمن علم القران

অর্থ - আল্লাহ তায়ালা রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে কোরআন শরীফ শিক্ষা দিয়াছেন। তবে আবার মুর্খ ও অশিক্ষিত কি করে বলা যাইতে পারে? এই ধরনের বেতাজিমী হইতে হে আল্লাহ আশ্রয় চাই

৩নং- হাদীছ বোখারী শরীফে আছে যে, রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার ইহজগত হইতে বিদায় নেওয়ার সময় বিমার অবস্থায় বৃহস্পতিবার দিনে তিনি বলিয়াছিলেন।

ايتونى بكتب اكتب لكم بكتب لم تضلوا بعده ابدا

অর্থ ঃ- আমার নিকট কাগজ আন আমি কিছু লিখিয়া দিব যে, ইহার পর কোন সময় তোমারা পথহারা না হও। ৪নং বোখারী শরীফ প্রথম খন্ড কিতাবুছ ছুলার মধ্যে আছে যে, জঙ্গে হুদায়বিয়ার দিনে সন্ধিনামা দিতে

গিয়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার পক্ষ হইতে লেখক ছিলেন। কাফেররা বলিল -মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ লিখিবেন না। বরং লিখেন মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ। তখন তিনি (দঃ) হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অদেশ করিলেন যে রাসুলুল্লাহ লিখিওনা। ইহাতে হজরত আলী অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন-আমার কলম আগে চলিবেনা। তখন রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম নিজে ডাইন হাত মুবারকে কলম নিয়া কাটিয়া দিলেন। কিতাবুল,মুগাজিলিল ওয়াকি দিতে বর্ণিত আছে-সন্ধিপত্র হাত মুবারকে লইয়া লিখিয়া দিলেন-

هذا ماقاضى عليه محمد ابن عبدالله

অর্থাৎ, তিনি (দঃ) কোন দিন কাহারও নিকাট লেখাপড়া শিক্ষা ব্যতীত লিখিতে সক্ষম হন। ৫নং- রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে নিজ কুদ্রতে লেখা শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং তিনি লিখা জানতেন না। তফছীরে রুহুল বয়ান ছুরায়ে আনকাবুত ৫ম রুকু-

وماكنت لتلوا من قبله من كتب ولا تخطه بيمنك اذالارتاب المبطلون

এই আয়াতের তফছীরে লিখিয়াছেন। শারেহ কাছিদাহ খরফুতী হজরত আমিরে মাবিয়া রাদিয়াল্লহু আনহু ওহির লেখক হইতে। রেওয়ায়াত করেন যে, রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম দোয়াত রাখিবার, কলম ধরিবার এবং হরফ লিখিবার নিয়ম শিক্ষা দিয়াছেন যে, এইরূপে রহমানের মিম্ লিখ এবং এইরূপে অমুক হরফ লিখ। এবং এই ধরনের আরও বহু রেওয়ায়াত আছে। (নোট) মনে রাখা দরকার, সর্বব প্রথম লিখণে ওয়ালা হযরত আদম আলাইহিচ্ছালাম। তিনি আরবী, ফারসী, ইব্রানী ইউনানী, রুমী, কুহতুবী, বরবরী, আন্দলছী এবং ছাইনী ভাষা মাটিতে লিখতেন।

আবার আদম আলাইহিচ্ছালাম হইতে তাহার আওলাদের মধ্যে আসিয়াছেন। ৮ নং হজরত ইছমাঈল আলাইহিচ্ছালাম আরবী ভাষায় পত্র লিখিয়াছিলেন। আরব বাসী তিনিরই নছল হইতে।

اول من خط بالقلم ادريس عليه السلام

অর্থ- কলমের দ্বারা সর্ব্বপ্রথম হজরত ইদ্রিস আলাইহিচ্ছালাম লিখিয়াছিলেন। (তফছীরে রুহুল বয়ান)

وما كنت تتلوا من قبله من كتب ولا تخطه بيمنيك اذا لارتاب المبطاون

ইহার পূর্বে তুমি কোন কিতাব পড়িতে না এবং নিজ হাত মুবারকে কোন কিছু লিখিতে না। যদি পড়িতেন এবং লিখিতেন তবে বাতেল সম্প্রদায় নিশ্চয়ই সন্দেহ করিত। এই আয়াতে কারীমার দ্বারা রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার প্রকাশ্যে প্রশংসা রহিয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, হে মাহ্বুব আরব বাসীগণ আপনার লালন পালন এবং নবুয়াতের অবস্থা পূর্ব হইতেই জানিত যে, আপনি নবুওয়তের পূর্বে কোন কিছু লিখেন নাই এবং কোন কিতাব পড়েন নাই। বরং ইহার পূর্বে কোন আলেমের সঙ্গ লাভ হয় নাই। আবার পবিত্র জবানের দ্বারা অতুলনীয় আল্লাহর বাণী এবং বিরাট হেকমতের সাথে প্রচার, যাহার সৃষ্টির মধ্যে কোন তুলনা নাই। ইহার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, নিশ্চয়ই তিনি নবী। এবং এই কোরআন শরীফ আল্লাহর কালাম। যদি ইহার পূর্বে তিনি লিখতেন পড়তেন তবে তিনির উপর ২ প্রকারের সন্দেহ হইতে পারিত। ১ নং- এই যে, আহলে কিতাবীগণ বলিত যে, আমাদের কিতাব সমূহে আখেরী নবীর পরিচয় লেখা আছে যে,

তিনি উম্মি হইবেন, তিনিতো লেখা পড়া জানেন। তবে তিনি কি করিয়া আখেরী জামানার নবী হইতে পারেন? ২নং এই যে, মুশরেকরা বলিত যে,তিনিত ছোট সময় হইতে লেখাপড়া করিয়াছেন, বহু বহু কিতাবাদি ও ইতিহাস পড়িয়ছেন বহুবহু বিদ্যান লোকের সঙ্গলাভ করিয়াছেন। তাই তিনি যাহা বর্ণনা করেন ইহার নাম কোরআন রাখিয়াছেন। এক্ষণে, যখন তিনি লেখা পড়া করেন নাই এবং কোন পন্ডিতের সঙ্গলাভও করেন নাই; কাজেই এখন কোনসন্দেহের অবকাশ নাই যে, তিনি উম্মী হইয়া কোরআন পড়া, এবং লোক সমাজে প্রচার করা ইহাই তাঁহার সত্যতার এবং নবী হওয়ার উজ্জ্বল প্রমাণ। অথচ প্রকৃত পক্ষে তিনি আল্লাহর কিতাব সমূহ ভাল ভাবে জানেন এবং ঐ কিতাব সমূহের আসল-নকল বাক্য ভাল করিয়া জানে। খুব চিন্তা ও মনোযোগ দিয়া বুঝেন, রাসুলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম লেখতেননা পড়তেননা- এই কথা কোথাও বলা হয় নাই যে,তিনি লেখা পড়া জানতেন না। সাবধান! বুঝার মধ্যে ভুল করিবেন না। তফছীরে রুহুল বয়ান শরীফে এক জায়গায় ২ টি ভেদ পূর্ণ কথা আছে। ১নং এই যে লেখা মানুষের গুণ। কোরআনে আছে **علم بالقلم** আল্লাহ মানুষকে কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়াছেন। আবার রাসুলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে কেন এই গুণ দান করেন নাই। বরং না লেখাই তাহার গুণ ইহার ২টি উত্তর দিয়াছেন। ১নং এই যে,মানুষের গুন এই জন্য যে মানুষ ভুলিয়া যায় এবং গোনাহ করে। কলমের লেখার দ্বারা ভুল এবং গৌনাহ হইতে বাঁচিয়াথাকিতে পারে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াচ্ছাল্লার গুণ এই যে, তিনি এলেম ভুলতেন না। সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে তিনি বড় আলেম এবং বহু বহু এলেম তাহার ছিনা মুবারকে জানা আছে। তাই বলা হইয়াছে-

ان علينا جمعه وقزاته

অর্থঃ- হে আমার প্রিয় দোস্ত যে আয়াত আপনার উপর নাযিল হয় ইহা

ভুলিয়া যাইবার ধারনা আপনি করিবেন না ইহা আপনার পবিত্র ছিনায় জমা করিয়া দেওয়া এবং আপনার পবিত্র জবানের দ্বারা আদায় করা আমার জিম্মায় রহিল। যদি তিনি লিখতেন পড়তেন তবে কেহ কেহ বলিত কোরআনের আয়াতগুলি পুরাতন কিতাব হইতে ইয়াদ করিয়া আমাদিগকে শুনাইতেছেন। ২নং লেখকের কলামের ছায়া হরফের উপর পড়িয়া থাকে। এবং রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামের ইচ্ছা না যে, তাহার কলমের ছায়া আল্লাহর পবিত্র নামের উপর পড়ে। অর্থাৎ, হুজুরে পাক ধারনা করিলেন- আমার কলম উপরে থাকিবে এবং আল্লাহ পাকের পবিত্র নাম নীচে থাকিবে? ইহাতে আল্লাহের পক্ষ হইতে উপহার দেওয়া হইল যে, হে মাহবুব! আলাইহিচ্ছালাম যেমন আপনার ইচ্ছা নাই যে, আপনার কলমের ছায়া আমার নামের উপরে পড়ুক, তেমনি আমি আল্লাহও চাইনা যে,কাহারও কদম অপনার ছায়া মোবারকে পড়ুক। এই জন্য তাঁহার ছায়াই রাখেন নাই যে, কাহারও কদমের নীচে পড়িবে। আরও দেখুন, আমি (আল্লাহ) চাইনা যে, কাহারও আওয়াজ আপনার আওয়াজের উপর উচ্চ হউক তাই হারাম করা হইয়াছে। মানব-জিন-ফেরেস্তা ফলকথা, কাহারও আওয়াজ রাসুলে পাকের আওয়াজের উপর বড় করা হারাম (আল-কোরআন)। এখন উপরে উল্লেখিত আয়াতের দ্বারা এলমে খতের নাফি করা নুবুওতের পূর্বে ছিল। অর্থাৎ, নবুয়ত প্রকাশের পূর্বে তিনি (দঃ)এলমে খত জানতেন না; নবুওয়তের পরে এলমে খত ও এলমে কলম দিয়াছেন। তিনি (দঃ) লেখতে জানতেন, তবে হ্যাঁ,লেখার অভ্যাস ছিল না। আর তিনি লেখবেনই বা কেন? তিনির লওহ ছিল লওহে মাহফুজ আর কলম ছিল কলমে আলা। তিনির (দঃ) কি দরকার ছিল যে, দুনিয়ার কলম দিয়া কাগজে লেখার? (রুহুল বয়ান)। সাবধান! ইবলিছ হজরত আদম আলাইহিচ্ছালামের সঙ্গে বেতাজিমী করায় অর্থাৎ তাজিমী সেজদা না করায় বেতাজিমী ও বেয়াদবী হইয়াছে; ইহাতে ৯ লক্ষ বৎসরের বন্দিগী বরবাদ হইয়া গিয়াছে এবং

লানতের ভক্ত গলায় নিয়া কাফের হইয়াছে; আর তওবা কবুল হইবে না। তাজিমে রাসুল আইনে ইমান। এবং আসল ফরজ। তাজিমে রাসুল নাই তো ইমান নাই যাহার ইমান নাই সেইতো কাফের। যাহার ইমান আছে সেইতো মুমেন অর্থাৎ ঈমানদার। এই দুই শ্রেণীর মানুষ দুনিয়ায় কিয়ামত পর্যন্ত থাকিবে। বেঈমান বেয়াদব ৭২ দল জাহান্নামী। ঈমানদার ১ দল আহলে ছুন্নত ওয়াল জমাত বহেশতী। সর্ব্বমোট ৭৩ দল হইবে। কথাটি ১৪ শত বৎসর পূর্বের জন্য ছিল ভবিষ্যৎ। এখণ বর্তমানে পরিণত হইয়াছে। এবং প্রায় ৭৩ দল হইয়াছে। মুসলমান হুসিয়ার! চিন্তা করিয়া দল বাঁধিও। এখন শুনেন উম্মী শব্দের অর্থ। আরবী ভাষায় উম্ম অর্থ মাতা, এই হিসাবে ২। আসল, ৩। মূল, ৪। গোড়া, এই সমস্ত অর্থে ব্যবহার। উম্ম মাতা ইয়ানিছবাতিয়া। উম্মী ঐ ছেলেকে বলা হয় যিনি মাতৃ গর্ভে আসার পূর্বেই যাবতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া দুনিয়ায় আসেন। এইহেতু রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম মাতৃ উদরে আসার পূর্বে হাজার হাজার বৎসর কাল আল্লাহর নিকট যাবতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া দুনিয়ায় আসিয়াছেন। তাই হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে নবীয়ে উম্মী বলা হয়। কোরআনে পাকে ২ জায়গায় নবীয়ে উম্মী বলা হইয়াছে। ২য় আসল ৩য় মূল এবং ৪র্থ গোড়া এই হিসাবে যে, তিনি (দঃ) আসল নবী অর্থাৎ সর্ব প্রথম তিনি (দঃ) কে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনির নূর দিয়া সমস্ত নবীগণ কে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি সমস্ত নবীগণের নবী। এই হিসাবে সমস্ত নবীগণ তাহার উম্মত ৩য় মূল বা গোড়া অর্থাৎ তিনি সমস্ত সৃষ্টি জগতের মূল, গোড়া। যেমন- গাছের মূল বা গোড়া না থাকিলে গাছ থাকিতে পারেনা। তদ্রূপ, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম সৃষ্টি জগতের মূল বা গোড়া; তিনি না থাকিলে সৃষ্টি জগত থাকিতে পারে না।

তিনি আছেন দুনিয়া আছে। তিনি নাই দুনিয়া নাই। নবীয়ে উম্মী হযরত রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামরে অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ মহামর্যাদা শীল খোদা তায়ালার প্রদত্ত উপাধী। কেহ কেহ উম্মী শব্দের দ্বারা উম্মূল কোরা বলিয়াছেন। অর্থাৎ মক্কা শরীফের দিকে নির্দেশ করিয়াছেন। মক্কাশরীফ হুজুরে পাকের জন্মস্থান। যেন সিলহেটি, মোমেনশাহী, রংপুরী ইত্যাদি। মক্কা শরীফের নাম উম্মুল কোরা এবং এই হিসাবে হুজুরে (দঃ) কে উম্মী বলা হইয়াছে। এবং আমরা উম্মতে উম্মীয়া ইহা আমাদের গৌরবের বিষয়। কোরআন শরীফকে উম্মুল কিতাব বলা হয় এই হিসেবে উম্মী নবী উম্মুল কোরআন আসল নবী আসল কোরআন বা মূল গ্রন্থ নিয়া আসিয়াছেন। ইহা ভিন্ন আরও বহু গরুত্বপূর্ণ বিষয় রহিয়াছে। এক্ষণে, উক্ত দরুদ শরীফের অর্থ শুনেন-

اللهم صل على محمدن النبى الامى وعلى واله واصحابه وبارك وسلم

অর্থ - হে আল্লাহ! উম্মী নবী অর্থাৎ সৃষ্টি জগতের আসল নবী মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের উপর ও আল ও আছহাবের রহমত ও বরকত নাজিল করুন। মালাবুদ্দা মিনহু কিতাবের ১০৭ পৃষ্ঠায় লেখা আছে যে, যদি কেহ হেকারতের সহিত রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের চুল মোবারক না বলিয়া শুধু চুল বলে তবে কাফের হইবে। তদ্রুপ, আসল নাম ধরিয়া ডাকা হারাম। অর্থাৎ মোহাম্মদ মোহাম্মদ বলিয়া ডাকা ও আলোচনা করা। যথা-মোহাম্মদ বলিয়াছেন কিংবা মোহাম্মদ এইরূপ করিয়াছেন ইত্যাদি হারাম বেয়াদবী ও বেতাজিমী। আল্লাহ পাক কোরআন শরীফে কোথাও হুজুর পাকের (দঃ) আসল নাম ধরিয়া ডাকেন নাই, ইয়া মোহাম্মদ বলেন নাই, বরং তাঁহার মর্যাদা সূচক ছিফাতী নাম ইয়া নাবী, ইয়া রাসুল, ইয়া মোজাম্মেল, ইয়া মোদ্দাচ্ছের, ইয়াছীন, তোয়াহা ইত্যাদি ইত্যাদি লকবে ডাকিয়াছেন।

হাদীছ শরীফে দেখা যায় ছাহাবায়ে কেরাম কোনও সময় হুজুরে পাকের আসল নাম ধরিয়া ডাকেন নাই। বরং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন অথবা রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন ইত্যাদি। মনে রাখিবেন! বেতাজিমী হইতে বাঁচিবার জন্যে রাসূলে পাকের পেসাব মুবারক, পায়খানা মুবারক, থুক্‌মুবারক, জুতা মুবারক, হাত মুবারক, পা মুবারক, আঙ্গুল মুবারক, চেহেরায়ে আনোয়ার অর্থাৎ যাবতীয় বিষয়ে সম্মান সূচক শব্দ ব্যবহার করতঃ আলোচনা করিতে হইবে- হাশরের দিন দীদারে খোদা ও দীদারে রাসূল (দঃ) শাফাআত ও নাযাতের (ক্ষমার) আশা থাকিলে। অদ্য এই পর্যন্তই শেষ করিলাম এখন সুন্নী জমাতের অর্থাৎ আহলে সুন্নত ওয়াল মাতেরজ আলেম গণের খেতমতে পেশ করিলাম। সঠিকমর্ম অবগত হইয়া দস্তখত করতঃ বেয়াদবদের হেদায়েতের সুযোগ দিন।

মাওঃ আকবর আলী রেজভী
সাং - সতরশীর।
পোঃ- ঠাকুরাকোণা।
জেলা ঃ নেত্রকোণা।

বাংলার গৌরব মুরশিদে মোকাম্মেল উস্তাজুল উলামা হযরত আল্লামা ছৈয়দ আবিদ শাহ মোজাদ্দেছী আল মাদানী সাহেবের লিখিত ফতুয়ার হুবহু বঙ্গানুবাদ করা হইল ঃ-

মোল্লা নূরুল্লা মোহাদ্দেস মাদ্রাসাহ্-ই আলিয়া হযরত নগর ও ইমাম শহীদী মসজিদ, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ। তাহার লিখিত পুস্তক 'স্বপ্নে রাসুলুল্লাহ। ইহাতে যে রাসূলে আকরাম (ছাঃ) কে মুর্খ এবং অশিক্ষিত অর্থাৎ নিরেট জাহেল লিখিয়াছে, এই ধরনের লেখার কারণে মোল্লা নুরুল্লাহ কাতয়ান কাফের হইয়া গিয়াছে। তার পিছনে নামায পড়া এবং তার নিকট লেখা পড়া করা একে বারেই হারাম। তাহার কাফের হইবার ২টি কারণ - ১। এই যে, সে কোরান মজীদের এই আয়াতের এনকার করিয়াছে।

علمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما

অর্থ - আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে নবী (ছাঃ) আল্লাহ আপনাকে ঐ সমস্ত এলম্ শিক্ষা দিয়াছেন যাহা আপনি ইহার পূর্বে জানিতেন না। এবং আল্লাহ আপনার উপরে ফজলে আজীম দান করিয়াছেন। যে এলম আল্লাহ পাক নবীয়ে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে শিক্ষা দিয়াছেন উহাকেই ফজলে আজীম বলে হযরত শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছে দেহলুবী (রাঃ) নিজ কিতাব 'মাদারেজুন নবুওয়তের মধ্যে লিখিয়াছেন।

عظيم انت كه از حيطهٔ ادراك برون شود

অর্থ - আজীম উহাকেই বলে যারা সৃষ্টির কল্পনার বাহিরে। কাজেই, ঐ আয়াতের মতলব এই হইল যে, আল্লাহ পাক হজরত নূরে মোজাচ্ছাম (ছঃ) কে এত এলেম শিক্ষা দিয়াছেন যাহা সৃষ্টির ধারণা ও কল্পনার বাহিরে। তবে

যাহাকে আল্লাহ পাক এ অসীম জ্ঞান শিক্ষা দান করলেন যাহার কোন পরিমাণ সৃষ্টির ধারণা ও কল্পনার অতীত সেই জাতে পাক অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে অশিক্ষিত এবং মূর্খ অর্থাৎ নিরেট জাহেল বালা কি পরিমাণ বেয়াদবী? ইহাতে কোরানের আয়াতের অমান্য করা হয়। কাজেই কোরআনের আয়াতের অমান্য করা এক নম্বর কুফরে কতয়ী দ্বিতীয়তঃ রাছুলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের পবিত্র শানের মধ্যে ইহানত বা অবমাননা করা হয়। ইহা দুই নম্বর কুফরে কাতয়ী কেননা, আল্লাহ তাআলা রাসুলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের শানের মধ্যে সাধারণ বেয়াদবী করনে ওয়ালাকে কোরআনে কাফের বলিয়াছেন।

ولقد قالوا كامة الكفز وكفرو بعد اسلا مهم

(او رفر مايا) لاتعتذ رواقد كفر تم بعد ايمانكم

এই উভয় আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা পরিস্কার ফতুয়া দিয়াছেন যে নবীয়ে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের মহান শানের মধ্যে বেয়াদবীজনক বলনে ওয়ালা কাফের হইয়া যায়, মুসলমান থাকার পর। অর্থাৎ বেয়াদবীজনক কথা বলার পূর্বের মুসলমানের মধ্যে গণ্যছিল, বেয়াদবীজনক কথা বলার পর কাফের হইয়া গিয়াছে। এবং নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের শানের মধ্যে সামান্য বেয়াদবীজনক কথা বলাকে আল্লাহ পাক কুফুরী কালাম বলিয়াছেন। কুফুরী কালাম অর্থ্যাৎ কুফুরী কথা। এই জন্যে, মোল্লা নুরুল্লাহ, রাসুলে করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের শানের মধ্যে উপরে উল্লেখিত বেয়াদবী লেখা লিখিয়া আল্লাহর ফতুয়া অনুযায়ী কাফের হইয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক পরিস্কার ফতুয়া দিয়াছেন যে, নবীয়ে করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের শানের মধ্যে বেয়াদবীজনক কথা বলনে ওয়ালা তোমরা

কাফের হইয়া গিয়াছ। ইমানের পরে অর্থাৎ এই বেয়াদবীজনক কথা বলার পূর্বে তোমরা ইমানদারগণের মধ্যে শামিল ছিলা। বেয়াদবীজনত কথা বলার পর কাফের হইয়া গিয়াছ। তাহার বেয়াদবী কথার যে তাবিল ও উজরখাহী করিয়াছে আল্লাহ পাক উহা গ্রহণ করেন নাই। বরং বলিয়াছেন তোমরা কোন উজর আপত্তি করিও না। তোমরা ইমানের পর কাফের হইয়া গিয়াছ। মাদারেজুন নবুওয়তের মধ্যে রহিয়াছে যে, মেরাজের রাত্রে হুজর আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম যখন আরশের নিকটে পৌছিলেন তখন বলিলেন আমার কণ্ঠের মধ্যে আরশে আজীম হইতে এক ফোঁটা পড়িল এবং ইহাতে আমার "মাকানা ওয়ামা ইয়াকুনুর" এলম অর্জন হইয়া গেল। অর্থাৎ সৃষ্টি জগতে যাহা কিছু হইয়াছে এবং যাহা কিছু হইবে তাহা সমস্তই জানিতে পারিলাম। তবে ঐ পবিত্র জাত যিনি আলেমে মাকানা ওয়ামা ইয়াকুনু (যা কিছু হইয়াছে বা হইবে সকল কিছুর আলেম) অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম হইতে কেয়ামতের পর পর্যন্ত যাহা কিছু হইয়াছে এবং হইবে ঐ সমস্তের আলেম রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম হইয়াছেন। এইহেন পবিত্র জাতকে (সত্ত্বাকে) নুরুল্লা মুর্খ ও অশিক্ষিত অর্থাৎ জাহেল বলায় কী পরিমাণ জঘন্য ও বেয়াদবী হইয়াছেন? এই বেয়াদবে তৌহিনে রাছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম প্রকাশের কারণে এবং কোরাণের আয়াত এই বেয়াদবের কথায় এনকার অর্থাৎ অস্বীকার হওয়াতে ডবল কাফের হইয়াছে। এই বেঈমান 'উম্মী' শব্দের অর্থ পর্যন্ত জানে না। আবার মোহাদ্দেস হইয়াছে। আরে জালেম যিনি দুনিয়ার কাহারো নিকট লেখাপড়া না শিখিলে ও তাঁহাকে একটি মানির অনুযায়ী উম্মী বল? আমাদের আকাও মাওলা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম কোন সৃষ্টির নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন নাই বরং তাহার শিক্ষক কেবল একমাত্র আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু। যেমন উস্তাবদ বড়, তেমনি ঐ উস্তাদের সাগরেদ ও সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ আলেম। যিনি সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে শেষ্ঠ বিদ্যান অর্থাৎ বড় আলেম তাঁহাকে মৌলুভী নুরুল্লাহ তোমার নিকট মুর্খ ধরা পড়িল? (লা'নাতুল্লাহি আলাল কাজিবিন)।

যদি তোমার মতে, দুনিয়ার কাহারো নিকট শিক্ষা গ্রহণ না করাতে মুর্খ ও অশিক্ষিত হয়, তবেত হযরত জিব্রাইল (আঃ) কেও মুর্খ জাহেল বলিতে পার। তিনিও তো দুনিয়ার কাহারো নিকট লেখাপড়া করেন নাই। আরে জাহেল, তুমিত স্বয়ং খোদাকেও মুর্খ ও অশিক্ষিত বলিতে পার। কেননা, খোদা তায়ালা ও তো কাহারো নিকট লেখাপড়া শিখেন নাই। (লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ)। বাকী বিস্তারিত জওয়াব মোনাজেরে আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জমাত মাওলানা আকবর আলী রেজভী সাহেব দিয়াছেন। এই জওয়াবই তাশাফফীর জন্যে যথেষ্ট। (ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল বালাগুলা মুবীন)।

পরিশেষে, মৌলভী নুরুল্লাহ! তুমি তৌহিনে রাসুলের মধ্যে তোমার আকাবিরে দেওবন্দীর তক্কলিদ করিতেছে, যেমন তোমার দেওবন্দী বুজুর্গেরা শানে রেছালাতের মধ্যে তৌহিনাত প্রকাশ করিয়াছে। তদ্রূপ, তুমিও তাদেরই পাইরুবী করিলে। জানিয়ারাখ তোমরা সকলেই দুষমনে রাছুল। তোমদের কাজই এই। যখনই সুযোগ পাও আল্লাহর হাবীবের শানে তৌহিন প্রকাশ কর।

২১শে সেপ্টেম্বর
১৯৭৯ ইং
নায়ারনগঞ্জ, ঢাকা।

আল্ মাজিব
সৈয়দ আবীদ শাহ্ মোজাদ্দেদী
আল্‌মাদানী
প্রেডিসেন্ট
বাংলাদেশ আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামাআত।

যে সমস্ত উলামায়ে কেরাম ও মুফ্তীয়ানে এযাম উক্ত ফতুয়া সমর্থন পুর্বক স্বাক্ষর করিয়াছেন তাহাদের নাম ও ঠিকানা নিম্নে উল্লেখ করা হইল ঃ

১। মোনাজেরে আহলে সুন্নত আল্লামা শেখ আব্দুল করিম সিরাজনগরী সুপাঃ সিরাজনগর সুন্নীয়া মাদ্রাসা মৌলভী বাজার, সিলেট।

২। মুফ্তী মাওলানা উবায়দুল মোস্তফা ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া, কুমিল্লা।

৩। মুফতী আল্লামা নবী হুসাইন সাহেব মোহাদ্দেস, তাতকুড়া মাদ্রাসা, ময়মনসিংহ।

৪। আল্লামা খাজা আজিজুল বারী সাহেব সুপাঃ হিঙ্গাজিয়া আলীয়া মাদ্রাসা জগন্নাথপুর, সিলেট।

৫। মাওলানা আব্দুর রউফ নকশেবন্দী মোজাদ্দেদী, থানা লাখাই, সিলেট।

৬। পীরে কামেল মাওলানা আব্দুল কাদির সাহেব থানা অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।

৭। মাওলানা সুফী আহাম্মদ, অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ।

৮। মৌলভী তাহেরুদ্দীন আহাম্মদ, জাহাঙ্গীরপুর, ময়মনসিংহ।

৯। মাওলানা সিদ্দিকুর রহমান সাহেব বানিয়াচং, সিলেট।

১০। হাফিজ মাওলানা মঈনুল ইসলাম সহঃ প্রকল্প অফিসার, ইসলামী ফাউন্ডেশন ঢাকা।

১১। মাওলানা আবুল কাশেম রেজভী পেশ ইমাম, মতি মসজিদ, টঙ্গী, ঢাকা।

১২। মাওলানা আব্দুল খালেক হেড মাওলানা, রাঘবপুর সিনিয়র মাদ্রাসা।

১৩। মাওলানা ছমিরউদ্দীন সাহেব গুজিখাঁ, ময়মনসিংহ।

১৪। আল্লামা আলী হোসাইন সাহেব, প্রিন্সিপ্যাল, কুমিল্লা ইসলামীয়া আলিয়া মাদ্রাসা।

১৫। আল্লামা আবু তাহের হেছামী কুমিল্লা ইসলামীয়া আলীয়া মাদ্রাসা।

১৬। আল্লামা আব্দুল গফুর সাহেব, হেড মাওলানা কুমিল্লা আলীয়া মাদ্রাসা।

১৭। আল্লামা আব্দুল বারী জেহাদী সুপাঃ বরুড়া সুন্নীয়া সিনিয়ার মাদ্রাসা কুমিল্লা।

১৮। মমতাজুল ফোকাহা ও মমতাজুল মোহাদ্দেসীন হযরত মাওলানা ফখরুল ইসলাম সুপাঃ মাদ্রাসা-ই-গাওসিয়া সুন্নীয়া মোজাদ্দেদীয়া বন্দর, নারায়নগঞ্জ, ঢাকা।

১৯। হযরত মাওলানা হাফেজ মুজাফ্ফর সাহেব, সহঃ শিক্ষক মাদ্রাসা-ই-গাওসিয়া।

২০। হযরত মাওলানা শহিদুল্ল্যাহ সহঃ শিক্ষক মাদ্রাসা-ই-গাওসিয়া নারায়নগঞ্জ।

২১। মাওলানা ফাইজউদ্দীন আহাম্মদ, ইমাম, ফকিরটোলা মসজিদ, নারায়নগঞ্জ, ঢাকা।

২২। মাওলানা আবু ইউসুফ নূরী ইমাম, নারায়নগঞ্জ, ঢাকা।

২৩। মাওলানা আবুল কাসেম সুন্নী, সাধুপাড়া, ময়মনসিংহ।

২৪। মাওলানা আনোয়ার শাহ এছলাহী, লাকসাম, কুমিল্লা।

২৫। ফজলুল করিম শায়খুল হাদিছ জাদেরীয়া তৈয়াবীয়া, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

২৬। মাওলনা মোহাম্মদ ইউনুছ আনছারী, নোয়াখালী।

২৭। মাওলানা আবু সাইদ মোহাম্মদ নোমান, কুমিল্লায়ী।

২৮। মাওলানা আবু চাদেক মোহাম্মদ নুরুল হক মমতাজুল মোহাদ্দেছিন।

২৯। মৌঃ মোঃ এখলাছুর রহমান, সিলেট।

৩০। মাওঃ মোঃ আলী আশ্রাফ সহঃ সুপারেন্ট, রাজামারা সিনিয়র মাদ্রাসা, ইমাম জামে মসজিদ, বরুড়া কুমিল্লা।

৩১। মাওঃ আঃ ছাত্তার সাহেব, সুপাঃ সোম মুজাদ্দেদিয়া ছুন্নিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা ঢাকা।

৩২। মাওঃ মোঃ রশীদ কামেলে ইউ,পি, সহকারী শিক্ষক বরুড়া ছুন্নিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা।

খেলাফত নামা

বিঃ দ্রঃ—আমার মেজ ছেলে শায়খুল হাদীছ ডাঃ আলহাজ্জ কাজী, ক্বারী, মাওঃ মোঃ সিরাজুল আমিন রেজভী সুন্নী আল কাদরীকে তরীকতের জীকির আজকার ও ভয়াতে রাসুল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম) করাইবে এবং ইমান ও আমল কায়েম রাখিয়া শিক্ষা দান করাইবে এই মর্মে আদেশ দিলাম। আল্লাহ কবুল করুন ॥

মুহীউচ্ছুন্নাহ আল্লামা
আকবর আলী রেজভী
সুন্নী আল-কাদরী
২২ | ২ | ১৯৯৬

বিঃ দ্রঃ—কিতাব পাইবার এবং মাদ্রাসায় টাকা পাঠানোর ঠিকানা ঃ

মাওঃ মোঃ সিরাজুল আমিন রেজভী
সাং- সত্তরশ্রী
পোঃ—রেজভীয়া এতিমখানা
থানা—নেত্রকোণা সদর
জেলা—নেত্রকোণা ।
মোবাইল : ০১৭১-৯৩৬৬৭০
ফোন বাসা : ০৯৫১-৬২৩৩২

একটি বিশেষ আবেদন ও ভর্তি বিজ্ঞপ্তি :—

প্রিয় সুন্নী মুসলমান :—সঠিক এল্‌মে দ্বীনের ক্রান্তিলগ্নে ইমানদারগণের ছেলে-মেয়েরা যাহাতে বিশুদ্ধভাবে কুরআনে কারীম ও দ্বীনি এলেম শিখতে পারে সেই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়া—

রেজভীয়া, সুন্নীয়া, কাদরীয়া, হাফেজীয়া, ক্বারীয়ানা ও মাজহারুল ইসলাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ্য শিক্ষক দ্বারা সুষ্ঠ পরিচালনায় ছাত্র-ছাত্রীগণ নিয়মিত সাবিক শিক্ষা পাইতেছে সুতরাং ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আমন্ত্রণ।

বিঃ দ্রঃ : – অত্র ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয়ে ১। তালিমুল মিজান ২। তালিমুল হেদায়া ৩। তালিমুল হাদীছ ৪। তালিমুল কোরান তথা ৪ বৎসরে হাফেজ ও ক্বারীয়ানার পূর্ণাঙ্গ সনদ পত্র প্রদান করা হয়। এবং ৮ বৎসরে পূর্ণাঙ্গভাবে তালিমুল মিজান হতে তালিমুল কোরান-এর সদন পত্র প্রদান করা হয়। এছাড়াও নাত, হামদ, মুর্শিদিগান, সংস্কৃতি ও বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা সাপ্তাহিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ধন্যবাদান্তে—প্রতিষ্ঠাতা।

মুহিউচ্ছুন্নাহ, মুফাচ্ছেরে কুরআন, শায়খুল হাদীছ, হাদীয়ে জামান পীরে ত্বরীকত আল্লামা মাওঃ

আকবর আলী রেজভী

সেনছেলার :– অত্র মাদ্রাসা।

শায়খুল হাদীছ ডাঃ আলহাজ্জ কাজী, ক্বারী মাওঃ

সিরাজুল আমিন রেজভী

রেজভীয়া দরবার শরীফ, সতরশ্রী, মেহকোণা।